



সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৬৫
WEEKLY BOOKLET: 365

আমীনে আহলে সুন্নাত **إسلامتہ برکاتہم العالیہ** এর নিধিত কিতাব
“ফয়যানে সুন্নাত” এর একটি তাৎশের নামকরণ:

খাবারে বরকত লাভের পদ্ধতি



খাবারের কোন তাৎশ বরকত রহে? **০৭**

খানা করার জন্য আর্পকিরাতর খোয়া করে **০৯**

কি তরীর পানির কিতাবে বের হবো? **১২**

খরম খাবারের রমত **১৪**

শায়খে তরীকত, আমীনে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আব্বাস মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মাদ ইলহিয়াস আশ্ভার কাদেবী **رحمۃ اللہ علیہ**

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ ط
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

খাবারে বরকত লাভের পদ্ধতি

হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি “খাবারে বরকত লাভের পদ্ধতি” পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে তাকে খাবারের সম্মান করার এবং সর্বদা হালাল খাওয়ার তৌফিক দান করো এবং তাকে তার পিতামাতা সহ বিনা হিসেবে ক্ষমা করো।
أَمِينَ بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

দরুদে পাকের ফযিলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: মুসলমান যতক্ষণ পর্যন্ত আমার প্রতি দরুদে পাক পাঠ করতে থাকে ফেরেশতারা ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর রহমত প্রেরণ করতে থাকে, এখন বান্দার ইচ্ছা কম পড়ুক বা বেশি। (ইবনে মাজাহ, ১/৪৯০, হাদীস: ৯০৭)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

পতিত রুটি খাওয়ার ফযিলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের রহমত অনেক বড়। অনেক সময় দেখতে আমল অনেক ছোট হয় কিন্তু সেটার ফযীলত অনেক বেশি হয়ে থাকে। যেমন; হযরত সাযিয়্যুনা আবদুল্লাহ বিন উম্মে হারাম

بَلَّغْنِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “রুটির সম্মান করো, কারণ তা আসমান ও জমিনের বরকতের অংশ। যে ব্যক্তি দস্তুরখানা থেকে পতিত রুটি খেয়ে নেবে তার ক্ষমা হয়ে যাবে।”

(জামিউস সাগীর, ৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৪২৬)

سُبْحَانَ اللهِ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হায়! এমন যদি হত আমরা সামান্য সঙ্কোচবোধ দূর করে দিয়ে দস্তুরখানায় পতিত রুটি ও ভাতের দানা ইত্যাদি তুলে নিয়ে খেয়ে নিতাম এবং ক্ষমা লাভের অধিকারী হয়ে যেতাম।

তলিবে মাগফিরাত হো ইয়া আল্লাহু,
বখশ দে বেহরে মুস্তফা ইয়া রব!

রুটির টুকরার ঘটনা

একদা সায়্যিছুনা আবদুল্লাহ্ বিন ওমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا জমিনে রুটির টুকরো পড়া অবস্থায় দেখলেন তখন গোলামকে বললেন: এটা পরিষ্কার করে রেখে দাও। যখন গোলামের কাছে সন্ধ্যায় ইফতারের সময় ঐ টুকরো চাইলেন, সে আরয় করল, তাতো আমি খেয়ে ফেলেছি। বললেন: যা তুই আযাদ (মুক্ত)। কারণ আমি নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ থেকে শুনেছি; “যে রুটির পতিত টুকরো তুলে নিয়ে খেয়ে নেয়, তখন (সেটা) তার পেটে পৌঁছার পূর্বেই আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেন।” এখন যে ক্ষমার অধিকারী হয়ে গেল আমি তাকে কিভাবে গোলাম বানিয়ে রাখি?

(ভাযীছল গাফিলীন, ৩৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫১৪)

দ্বীন চিন্তাধারা

سُبْحَانَ اللَّهِ! আমাদের বুয়ুর্গদের কিরূপ মাদানী চিন্তাধারা ছিল যে, পতিত রুটি খেয়ে গোলাম ক্ষমার অধিকারী হয়ে যাওয়াতে মুনিবও নিজের গোলামী থেকে মুক্ত করে দিলেন। ইয়া রাব্বের মুস্তফা, বাতুফাইলে মুস্তফা صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমাদেরকেও মাদানী চিন্তাধারা, সুন্নাতের প্রতি সত্যিকারের ভালবাসা দান করো ও আমাদেরকেও এ তাওফিক দাও, যখন জমিনে রুটির টুকরো পতিত অবস্থায় দেখি, তখন সম্মানের সাথে তুলে নিয়ে চুমু দিয়ে পরিস্কার করে খেয়ে নেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি। ইয়া ইলাহী! সুন্নাতের উপর আমলের ব্যাপারে আমাদের সঙ্কোচবোধ যেন দূর হয়ে যায় এবং আমাদের ক্ষমা করো।

أَمِينٍ بِجَاهِ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

সুন্নাতু সে মুঝে মুহাক্কত দে,
মেরে মুর্শিদ কা ওয়াসেতা ইয়া রব!

দস্তুরখানা বাড়াও!

আমাদের বুয়ুর্গদের অভ্যাস এটা যে, খাবার শেষ করার পর এরূপ কখনো বলেন না, “দস্তুরখানা উঠাও” বরং এটা বলেন: “দস্তুরখানা বাড়াও” বা “খাবার বাড়াও”। এরূপ বলাতে পরোক্ষভাবে দস্তুরখানা প্রসার, খাবার বৃদ্ধি বরকত, প্রাচুর্য ও বিস্তৃতিরই দোয়া হয়ে থাকে।

(সুন্নী বেহেস্তী যেওর, ৫৬৬ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

যখন আমি “ভয়ানক উট” নামক পুস্তিকা পড়লাম...

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উভয় জগতের বরকত লাভের জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। দা’ওয়াতে ইসলামীর বরকতের কথা কী বলব! কলকাতা, ভারতের এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ আরয করছি। তিনি বলেন: আমি সূন্নাতে ভরা জীবন থেকে অনেক দূরে একটি ফ্যাশন পাগল যুবক ছিলাম। এক রাতে ঘরে ফেরার সময় মাঝ পথে পাগড়ীর (ইমামা) বাহার দৃষ্টিগোচর হলো। নিকটে গিয়ে জানতে পারলাম, বোম্বাই থেকে দা’ওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসূলের মাদানী কাফেলা এসেছে, তাই এখানে সূন্নাতে ভরা ইজতিমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমার মনে হলো যে, এসব মানুষ দীর্ঘ পথ সফর করে আমাদের শহর কলকাতায় এসেছেন, তাদের কথা শুনা উচিত। সুতরাং আমি ইজতিমাতে অংশগ্রহণ করলাম। ইজতিমা শেষে তারা মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত পুস্তিকা বন্টন শুরু করলেন। সৌভাগ্যক্রমে একটি পুস্তিকা আমার হাতেও পৌঁছে গেল। সেটার উপর লেখা ছিল “ভয়ানক উট”। অবশেষে আমি ঘরে ফিরে আসলাম। আগামীকাল পড়ব এ মানসিকতায় পুস্তিকাটি রেখে দিলাম ও শোয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। ঘুমের পূর্বে এমনিতেই যখন পুস্তিকার পাতা উল্টালাম তখন আমার দৃষ্টি এ লাইনের উপর পড়ল, শয়তান লক্ষ অলসতা প্রদান করবে, তবুও আপনি এ পুস্তিকা অবশ্যই পড়ে নিন। **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ** আপনার মধ্যে মাদানী পরিবর্তন দেখতে পাবেন। এ বাক্যটি আমার ভিতর খুব গভীরভাবে রেখাপাত করল। আমি ভাবলাম, সত্যিই শয়তান আমাকে এ পুস্তিকা কিভাবে পড়তে দেবে, কালকে কে দেখবে! নেকীতে দেবী করা উচিত নয়, এটা এ মুহুর্তে পড়ে নেয়া উচিত। এ কথা

ভেবে আমি পড়া শুরু করলাম। ঐ পাক পরওয়ারদিগারের শপথ, যাঁর মহান দরবারে হাযির হয়ে কিয়ামতের দিন হিসাব দিতে হবে! যখন আমি ভয়ানক উট পুস্তিকাটি পড়লাম, তখন তাতে দুষ্ট কাফিরদের কাছ থেকে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উপর চালানো অত্যাচার নিপীড়নের বেদনাদায়ক বর্ণনা পাঠ করে আমি অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলাম। আমার ঘুম দূর হয়ে গেল। দীর্ঘক্ষণ ধরে আমি কাঁদতে থাকি। রাতের মধ্যেই আমি সংকল্প করলাম যে, সকালে হাতোহাত মাদানী কাফেলায় সফর করব। যখন সকালে মা-বাবার নিকট আরয করলাম: তখন তারা খুশিমনে অনুমতি দিয়ে দিলেন আর আমি তিন দিনের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। কাফেলা ওয়ালারা আমাকে বদলে দিয়ে কি থেকে কি বানিয়ে দিলেন! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আমি নামাযী হয়ে ফিরলাম। ইমামা (পাগড়ী) শরীফের তাজ দ্বারা সবুজ হয়ে গেলাম। শরীর মাদানী পোষাকে সজ্জিত হয়ে গেল। আমার মা যখন আমাকে পরিবর্তন হতে দেখলেন তখন সীমাহীন খুশি হলেন ও খুব দোয়া করলেন। আত্মীয়স্বজন সবাই আমার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বর্তমানে আমি দা'ওয়াতে ইসলামীর একটি তেহসীল মুশাওয়ারাতের খাদিম (নিগরান) হিসাবে যথাসাধ্য সুন্নাত প্রসারের সৌভাগ্য অর্জন করছি।

আশিকানে রাসুল লায়ে জাম্নাতকে ফুল,
আ-ও লেনে চলে কাফিলে মে চলো।
ভাগ্-তে হে কাহা আ-ভী যায়ে ইহা,
পা-য়েন গে জাম্নাতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

পুস্তিকা বন্টন করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশ একজন বেনামাযী মডার্ণ যুবককে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছে। এটাও জানা গেল যে, মাকতাবাতুল মদীনার পক্ষ থেকে মুদ্রিত সুন্নাতে ভরা পুস্তিকা বন্টন করার অনেক ফায়দা রয়েছে। ঐ মডার্ণ যুবক 'ভয়ানক উট' নামক পুস্তিকাটি পড়ে ছটফট করে সাথে সাথে মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেল আর তার মাথা সবুজ শ্যামল হয়ে গেল। তাই নিজের আত্মীয় স্বজনের ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে, ওরশ ও সমাবেশ, বিবাহ ও শোকের অনুষ্ঠান, জানাযা ও বরযাত্রী এবং মীলাদের জুলুসে সুন্নাতে ভরা পুস্তিকা সমূহ ও রং বেরংয়ের আলাদা আলাদা মাদানী ফুলের লিফলেট মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সুলভ মূল্যে ক্রয় করে প্রচুর পরিমাণে বন্টন করুন।

বিয়ের কার্ডের সাথেও একটি করে পুস্তিকা অর্পন করুন। যদি আপনার প্রদানকৃত পুস্তিকা বা লিফলেট পড়ে কারো হৃদয়ে পরিবর্তন এসে যায় আর সে নামাযী ও সুন্নাত পালনে অভ্যস্ত হয়ে যায় তবে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** আপনারও উভয় জগতে সফলতা অর্জিত হবে।

হর মাহিনে জোকোয়ি বারা পুস্তিকা বা-ট দে,
إِنْ شَاءَ اللَّهُ দো-জাহা মে উছকা বে-ড়া পার হায়া।

আঙ্গুল চাটা সুন্নাত

হযরত সায়্যিছুনা আমীর বিন রবীয়া رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তিন আঙ্গুল দ্বারা খাবার খেতেন ও যখন (তা থেকে) অবসর হতেন তখন সেগুলো চেটে নিতেন।

(মাজমাউম যাওয়ামিদ, ৫ম খন্ড, ২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৯২৩)

খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে তা অজানা

হযরত সায়্যিছুনা জাবির رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: প্রিয় নবী, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আঙ্গুলগুলো ও থালা চাটার নির্দেশ দিয়েছেন ও ইরশাদ করেছেন: “তোমাদের জানা নেই যে, খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে।” (সহীহ মুসলিম, ১১২২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০২৩)

খাবারের বরকত লাভের নিয়ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস, শত কোটি আফসোস! আজকাল মুসলমানদের খাওয়ার ধরণ দেখে এরূপ মনে হয় যে, অনেক কম সংখ্যক সৌভাগ্যবানই এমন রয়েছেন, যারা সুন্নাত অনুসারে খাবার খান ও সেটার বরকত লাভ করেন। বর্ণনাকৃত হাদীসে মুবারকে বলা হয়েছে, “তোমাদের জানা নেই যে, খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে।” সুতরাং আমাদের চেষ্টা করা উচিত, খাবারের এক বিন্দুও যেন নষ্ট না হয়। হাঁড় ইত্যাদি এতটুকু চেটে চুষে নেয়া উচিত, খাবারের এক বিন্দুও যেন নষ্ট না হয়। হাঁড় ইত্যাদি এতটুকু চেটে চুষে নেয়া উচিত যে, তাতে যেন মাংসের কোন অংশ ও কোন ধরণের খাদ্যের চিহ্ন বাকী না

থাকে। প্রয়োজনবশতঃ বাসনে হাঁড়কে ঝেড়ে নিন, যাতে কোন দানা ইত্যাদি আটকে থাকলে বেরিয়ে আসে ও খেয়ে নেয়া সম্ভব হয়। যদি সম্ভব হয় তবে খাবারের সাথে রান্নাকৃত গরম মসল্লা যথা: এলাচী, কালো মরিচ, লবঙ্গ, দারু চিনি ইত্যাদিও খেয়ে নিন। **إِنْ شَاءَ اللهُ** উপকারই হবে। যদি খাওয়া সম্ভব না হয় তবুও কোন গুনাহ নেই। বিরিয়ানী ইত্যাদি থেকে কাঁচা মরিচ বের করে ফেলে দেয়ার পরিবর্তে সম্ভব হলে খাওয়া শুরু করার পূর্বেই সেগুলো বেছে নিয়ে সংরক্ষণ করে রাখুন এবং পরে কোন খাবারে পিষে দিয়ে দিন। অনেকে মাছের চামড়াও ফেলে দেন এটাও খেয়ে নেয়া উচিত। মোটকথা, খাদ্যের সকল অংশের প্রতি লক্ষ্য রেখে সেটার প্রতিটি ক্ষতিমুক্ত বস্তু খেয়ে নেয়া উচিত। এছাড়া আঙ্গুলগুলো ও বাসন এমনভাবে চাটুন যেন তাতে খাবারের অংশ অবশিষ্ট না থাকে।

আঙ্গুলগুলো চাটার নিয়ম

হযরত সাযিয়্যুনা কাব বিন উ'জরা **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** বলেন: আমি প্রিয় নবী **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** কে বৃদ্ধাঙ্গুল, শাহাদাত আঙ্গুল ও মধ্যম আঙ্গুল একত্র করে তিন আঙ্গুলে খেতে দেখেছি। অতঃপর আমি দেখলাম যে, রাসূলে পাক **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** সেগুলো মুছে নেয়ার পূর্বে চেটে নিলেন, সর্বপ্রথম মধ্যম অতঃপর শাহাদাতের ও এরপর বৃদ্ধাঙ্গুল শরীফ চাটলেন।

(মাজমাউয যাওয়ানিদ, ৫ম খন্ড, ২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৯৪১)

আঙ্গুলগুলো তিনবার চাটা সুন্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আঙ্গুলগুলো তিনবার করে চাটা সুন্নাত। যদি তিনবারের পরও আঙ্গুলগুলোতে খাবার লেগে থাকতে দেখা যায় তবে আরো অধিকবার চেটে নিন। শেষ পর্যন্ত যাতে খাদ্যের কোন চিহ্ন

দৃষ্টিগোচর না হয়। শামায়িল তিরমিযীতে রয়েছে; প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (খাওয়ার পরে) নিজ আঙ্গুল গুলো তিন তিন বার করে চাটতেন। (শামায়িলে তিরমিযী, ৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৩৮)

বরতন চাটা সুনাত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি রেকাবী (থাল্লা) ও নিজ আঙ্গুলগুলোকে চেটে নেয়, আল্লাহ্ পাক তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে পরিতৃপ্ত রাখেন।” (আবরানী কবীর, ১৮তম খন্ড, ২৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৫৩)

শেষে বরকত বেশী হয়ে থাকে

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “খাবারের থালা ততক্ষণ না উঠানো চাই, যতক্ষণ আহারকারী সেটা চেটে না নেয় অথবা অন্য কারো দ্বারা চাটিয়ে না নেয়। কারণ “খাওয়ার শেষে বরকত (অধিক) হয়ে থাকে।” (কানযুল উম্মাল, ১৫তম খন্ড, ১১১ পৃষ্ঠা)

থাল্লা ক্ষমার দোয়া করে

হযরত নুবাইশা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে খাওয়ার পর থালা চেটে নেবে, ঐ থালা তার জন্য ইসতিগফার (তথা ক্ষমা প্রার্থনা) করবে।” (ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩২৭১) এক বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, ঐ থালা বলে, “হে আল্লাহ্! একে জাহান্নাম থেকে নিরাপদে রাখুন, যেভাবে সে আমাকে শয়তান থেকে নিরাপদে রেখেছে।” (কানযুল উম্মাল, ১৫তম খন্ড, ১১১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০৮২২) বিখ্যাত মুফাসসির হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ

বলেন: “খাদ্যের অবশিষ্ট অংশ, মিশ্রিত খালা পরিষ্কার করা ব্যতীত রেখে দিলে তা শয়তান চাটে।” (মিরআত ৩, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা)

খালা চাটার হিকমত

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “খালা চাটার মাঝে খাওয়ার আদব রয়েছে। এটাকে (খালাকে) বরবাদ হওয়া থেকে রক্ষা করা। খালা ঐ অবস্থায় রেখে দেয়াতে তার উপর মাছি বসে। খালাতে লেগে থাকা খাদ্য কণা আল্লাহর পানাহ! নালা, আবর্জনার মধ্যে ফেলে দেয়া হয়, এর ফলে সেটার প্রতি ভীষণ বেয়াদবী হয়ে থাকে। যদি এক ওয়াক্তে প্রত্যেকে কয়েকটি করে দানাও খালার মধ্যে রেখে দিয়ে নষ্ট করে তাহলে প্রতিদিন কত মণ খাবার নষ্ট হয়! মোটকথা, খালা চেটে নেয়ার মধ্যে অনেক হিকমত নিহিত রয়েছে।”

(মিরআত ৩, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা)

ঈমান তাজাকারী বাণী

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “পেয়ালা চেটে নেয়া আমার নিকট এর চেয়ে অধিক প্রিয় যে, পেয়ালা পরিমাণ খাবার সদকা (দান) করবা।” (অর্থাৎ চাটার মধ্যে যেহেতু বিনয় রয়েছে সুতরাং সেটার সাওয়াব ঐ সদকার সাওয়াব থেকেও বেশি)।

(কানযুল উম্মাল, ১৫তম খন্ড, ১১১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪০৮২১)

সুন্নাতের বরকত

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে রেকাবী (খালা) ও নিজের আঙ্গুলগুলো চাটে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার পেট পূর্ণ

করে।” (অর্থাৎ দুনিয়াতে দরিদ্রতা থেকে রক্ষা পাবে, কিয়ামতের ক্ষুধা থেকে নিরাপদ থাকবে, দোযখ থেকে নিরাপত্তা দেয়া হবে। কেননা দোযখে কারো পেট ভরবে না।) (জবরানী কাবীর, ১৮তম খন্ড, ২৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৫৩)

একজন গোলাম মুক্ত করার সাওয়াব

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: “যে খাবারের থালা চেটে নেয় ও ধুয়ে সেটার পানি পান করে নেয়, সে একজন গোলাম মুক্ত করার সাওয়াব লাভ করে।”

(ইহইয়াউল উলুমিন্দীন, ২য় খন্ড, ৭ পৃষ্ঠা)

ধুয়ে পান করার নিয়ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুধুমাত্র খাবারের থালাকেই চাটা যথেষ্ট নয়। যখনই কোন পেয়ালা বা গ্লাস ইত্যাদিতে চা, দুধ, লাচ্ছি, ফলের রস ইত্যাদি পান করেন, সেগুলোকেও চেটে নিন ও ধুয়ে পান করে নিন। অনুরূপভাবে যখন তরকারী কিংবা অন্য কোন খাদ্যের সম্মিলিত পেয়ালা, কড়াই অথবা ডেস্ক্রি খালি হয় বা তাতে সামান্য পরিমাণই খাদ্য অবশিষ্ট থেকে যায় তবে সেটা ও (তরকারী) বের করার চামচকেও সম্ভব হলে পরিষ্কার করে নিন। প্রায়ই ডেস্ক্রি ও বড় পাত্রের ভেতর কিছু না কিছু খাদ্য থেকে যায়, যা নষ্ট করে ফেলা হয়। এরূপ হওয়া উচিত নয়। যতটুকু সম্ভব সেটা থেকে সম্পূর্ণ খাবার বের করে নিন। একটি দানাও নষ্ট হতে দেবেন না। এমনও হতে পারে যে, সেটা ধুয়ে পানি জমা করে ফ্রিজে রেখে দিয়ে রান্নায় ব্যবহার করুন। তবে এসব কিছু আল্লাহ পাকের তওফীকেই সম্ভব হবে। এটাও মনে রাখবেন যে, থালা বা গ্লাস ইত্যাদি চাটা বা ধোয়াতে এ সতর্কতা জরুরী যে, তাতে যেন সম্পূর্ণ খাবার শেষ হয়ে যায়। যদি থালার

মধ্যে খাদ্য কণা লেগে থাকে তবে এটা ধোয়ে বলা হবে না। এটা অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, একবার ধোয়ে পান করাতে প্রায়ই খালা পরিষ্কার হয় না। সুতরাং দুই বা তিনবার পানি ঢেলে ভালভাবে উপরের কিনারাসহ চতুর্দিকে আঙ্গুল ঘুরিয়ে ধুয়ে পান করাটা উত্তম।

ধুয়ে পান করার পর অবশিষ্ট ফোঁটা

ধুয়ে পান করার পরও খালা কিংবা পেয়ালা ইত্যাদিতে কয়েক ফোঁটা পানি থেকে যায় সুতরাং আঙ্গুল দিয়ে জমা করে পান করে নিন। পানি বা পানীয় দ্রব্য পান করে গ্লাস বা বোতল বাহ্যিকভাবে খালি হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কিছুক্ষণ পরে দেখা হলে তখন দেখা যাবে সেটার চতুর্দিক থেকে নেমে তলায় কয়েক ফোঁটা জমা হয়েছে, এগুলোও পান করে নিন। কারণ হাদীসে পাকে রয়েছে, “তোমরা জানোনা যে, খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে।” হায়! এমন যদি হত, এভাবে ধুয়ে পান করা নসীব হতো, খাবারের ঐ পাত্র, লাচ্ছির গ্লাস বা চায়ের পাত্র (কাপ) ইত্যাদি এমন হয়ে যেত, যেন বুঝা না যায় যে, এটাতে এইমাত্র কিছু খাওয়া হয়েছে কিংবা শরবত ইত্যাদি পান করা হয়েছে।

কিডনীর পাথর কিভাবে বের হলো?

দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সফর করার বরকতে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায় ও বিভিন্ন রোগ ব্যাধির প্রতিকার হয়। যেমন এক ইসলামী ভাইয়ের অনেকটা এরকম বর্ণনা হচ্ছে, আমাদের ১২ দিনের মাদানী কাফেলা বেলুচিস্তান থেকে ফেরার পথে কোন এক স্টেশনে নামল। কাফেলা ওয়ালারা ইনফিরাদী কৌশিশে মশগুল হলেন। এরই মধ্যে

সেখানে এক ইসলামী ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি মাদানী কাফেলার বরকত অর্জনে নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে বলতে লাগলেন, আমি কিডনীর পাথরের দরুন ভীষণ কষ্টের মধ্যে ছিলাম। ডাক্তার অপারেশন করতে বলেছিলেন। পথিমধ্যে এক ইসলামী ভাই আমাকে একক প্রচেষ্টা করে শান্তনা দিলেন যে, “ভয় করবেন না, মাদানী কাফেলায় সফর করে নিন। সফরে দোয়া কবুল হয়ে থাকে। আল্লাহ আপনার সমস্যা সমাধান করে দেবেন।” তার ভালবাসাপূর্ণ বাচন ভঙ্গি আমার অন্তর জয় করে নিল আর আমি তিন দিনের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। **اللَّحْمَدُ لِلَّهِ** তিন দিনের মধ্যেই আমার পাথর বের হয়ে গেল। আমি যখন ডাক্তারকে বললাম: তখন তিনি অবাক হয়ে গেলেন, কেননা সম্ভবত আমার পাথর এ ধরনের ছিল যে, অপারেশন ছাড়া ডাক্তারদের নিকট এটার কোন চিকিৎসাই ছিল না।

গরছে বীমারিয়া তংগ করে পাথ্যরিয়া,
 পা-ওগে সিহ্যাতে কাফিলে মে চলো।
 ঘর মে না-চা-কিয়া হো ইয়া তঙ্গদাস্তিয়া,
 পা-য়েগি বরকতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

গরম খাবারের নিষেধাজ্ঞা

হযরত সায়্যিদুনা জাবির **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** বলেন: আল্লাহর প্রিয় হাবীব **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেছেন: “গরম খাবার ঠান্ডা করে নাও, কারণ গরম খাবারে বরকত হয় না।” (মুসতাদরাক লিল হাকিম, ৪র্থ খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭১২৫)

খাবার কতটুকু ঠান্ডা করা যাবে!

হযরত সাযিদাতুনা জুয়াইরিয়া رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত আছে যে, নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ খাবারের ভাপ নিঃশেষ হওয়ার পূর্বে তা খাওয়া অপছন্দ করতেন। (মাজমাউয যাওয়ানিদ, ৫ম খন্ড, ১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৮৮৩)

গরম খাবারের ক্ষতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খাবার ঠান্ডা করে খাওয়া উচিত। তবে এটা জরুরী নয় যে, এতটুকু ঠান্ডা করে নেয়া যে, জমাট বেঁধে স্বাদহীন হয়ে যায়। বরং কিছুটা ঠান্ডা হতে দিন যেন ভাপ উঠা বন্ধ হয়ে যায়। প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ বলেন: “খাবার কিছুটা ঠান্ডা হয়ে যাওয়া ও ফুঁক দিয়ে ঠান্ডা না করা বরকতের কারণ আর এভাবে খাওয়াতে কষ্টও হয় না।”

(মিরআত ৩, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা)

প্রচন্ড গরম খাবার খাওয়াতে কিংবা ভীষণ গরম গরম চা অথবা কফি ইত্যাদি পান করাতে মুখ ও গলায় ফোস্কা, পাকস্থলীর ফোলা ইত্যাদি হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। এছাড়া এরপর পরই ঠান্ডা পানি পান করাতে দাঁতের মাড়ি ও পাকস্থলীর ক্ষতি সাধন করে।

খাবারে মাছি

পানাহারের কোন বস্তুতে কোন মাছি পড়লে তখন ঐ খাবার ফেলে দেয়াটা অপচয় ও গুনাহ্। মাছিকে তাতে ডুবিয়ে বের করে ফেলে দিন ও ঐ খাবার বিনা দ্বিধায় ব্যবহার করুন। যেমন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ

করেন: “যখন খাবারে মাছি পতিত হয়, তখন সেটাকে ডুবিয়ে দাও (ও ফেলে দাও) কারণ সেটার এক ডানায় শেফা ও অন্যটাতে রোগ রয়েছে। খাবারে পড়ার (বসার) সময় সে প্রথমে রোগওয়ালা ডানাটি রাখে। তাই সম্পূর্ণ (মাছি) টিকেই ডুবিয়ে দাও।”

(আবু দাউদ শরীফ, ৩য় খন্ড, ৫১১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৪৪)

মাংস ছিঁড়ে খাও

উম্মুল মুমিনীন হযরত সাযিয়াদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বর্ণনা করেন যে, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “মাংস (খাওয়ার সময়) ছুরি দিয়ে কেটোনা, কারণ এটা অনারবীদের নিয়ম আর মাংস দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খাও, কারণ এটা (এরূপ করে খাওয়াটা) অধিক মজাদার ও সুস্বাদু।” (আবু দাউদ শরীফ, ৩য় খন্ড, ৫১১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৩৮৪৪) যদি মাংসের বড় টুকরা যথা ভূনাকৃত রান ইত্যাদি হয় তবে প্রয়োজনবশতঃ ছুরি দিয়ে কেটে নেয়াতে অসুবিধা নেই।

১২ বছর আগে হারানো ভাই মিলে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সূনাত প্রশিক্ষণের জন্য দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলা সমূহে আশিকানে রাসূলের সাথে সফর করতে থাকুন। ইলমে দ্বীন অর্জনের সাথে সাথে إِنْ شَاءَ اللهُ দুনিয়াবী সমস্যাবলীও সমাধান হতে থাকবে। যেমন; দা’ওয়াতে ইসলামীর এক মাদানী কাফেলা সবুজপুর, হরীপুর, সারহদে সুন্নাতে ভরা সফররত অবস্থায় ছিল। এতে এক ইসলামী ভাই বলেছেন যে, আমার বড় ভাইজান রোজগারের উদ্দেশ্যে বিদেশ গিয়েছিলেন। আজ ১২ বৎসর হয়ে গেল তার কোন খোঁজখবর নেই। তার তিন সন্তান ও তাদের মায়ের ব্যয়ভার আমাদের ঘাড়ে ছিল

আর দারিদ্র্য অবস্থা বিরাজ করছিল। আমি আশিকানে রাসুলের সাথে দোয়াকরার নিয়ত নিয়ে মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়েছি। মাদানী কাফেলা শেষ হওয়ার প্রায় এক সপ্তাহ পর এক মাদানী মাশওয়রায় ঐ ইসলামী ভাই অংশগ্রহণ করলেন। তার অনুভূতি দেখার মত ছিল। কেঁদে কেঁদে বলছিলেন, **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** মাদানী কাফেলায় সফরের বরকতে আমাদের প্রতি দয়া হয়ে গেছে। ১২ বৎসর যাবৎ হারানো ভাইজানের ফোন এসেছে এবং তিনি আমাদেরকে ১ লক্ষ ২৫ হাজার রুপীও পাঠিয়ে দিয়েছেন।

জু কে মাফকুদ হো উও ভী মওজুদ হো,

اِنَّ شَاءَ اللّٰهُ, চলে কাফিলে মে চলো।

দূরহো সা-রে গম হোগা রব কা করম,

গমকে মারে সুনো কাফিলে মে চলে।

صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

দোয়া কবুল না হওয়ার মধ্যেও হিকমত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এ ধরণের অনেক ঘটনা রয়েছে, যাতে কাফেলায় সফর করে দোয়াকারীদের উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে। অনেক লোক এমনও পাবেন যাদের উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি। যদি কখনো আপনার দোয়া কবুল হওয়ার চিহ্ন দৃষ্টিগোচর নাও হয় তবুও আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর রাজী থাকুন। কারণ অনেক সময় এমনও হয়ে থাকে, আমরা যা কিছু চাচ্ছি তা না পাওয়ার মধ্যে আমাদের জন্য কল্যাণ হয়ে থাকে। যেমন; আমার আক্বা আ'লা হযরত এর সম্মানিত পিতা হযরত আল্লামা মাওলানা নকী আলী খান **رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ** “আহসানুল বিআ” গ্রন্থে বলেন: “আল্লাহ্ পাকের হিকমত হচ্ছে,

কখনো তুমি মূর্খতার কারণে কোন বস্তু তাঁর নিকট চাও আর তিনি মেহেরবানী করে তোমার দোয়াকে এ কারণে কবুল করেন না, তোমার জন্য (তা) ক্ষতিকারক। যেমন তুমি সম্পদ প্রত্যাশী, (অথচ) তা পেয়ে গেলে তোমার ঈমানের জন্য ভয় রয়েছে অথবা তুমি সুস্থতা প্রার্থী আর তা আল্লাহর জ্ঞানে (তোমার জন্য) আখিরাতের ক্ষতির মাধ্যম তাই তিনি তোমার দোয়া কবুল করলেন না সুতরাং, এরূপ খন্ডন, কবুলের চেয়ে উত্তম। (অর্থাৎ এরূপ দোয়া কবুল না হওয়াই তোমার জন্য উপকারী। তুমি এই আয়াতে মোবারকা)

عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

(সূরা বাকারা, আয়াত ২১৬, পারা ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:
সম্ভবতঃ কোন বিষয় তোমাদের
নিকট অপছন্দনীয় হবে অথচ তা
তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর হয়।”

এর প্রতি দৃষ্টি দাও এবং এ খন্ডন (অর্থাৎ দোয়া কবুল না হওয়ার) জন্য শোকর আদায় করো। কখনো দোয়ার বদলে আখিরাতের সাওয়াব মঞ্জুর হয়ে থাকে। তুমি দুনিয়ার নিকৃষ্ট সম্পদ প্রত্যাশা করছো আর পরওয়ারদিগার আল্লাহ্ আখিরাতের উৎকৃষ্ট নেয়ামতরাজি তোমার জন্য একত্রিত করেন। (তাই এখন তুমিই বল) এটা শোকরের ব্যাপার নাকি অভিযোগের বিষয়।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

